6th SEM, CC-14
Unit-2

Shibaprasad Maity.

Literature review / সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

⇒ একটি সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বে প্রকাশিত কাগজের একটি ওভারভিউ। শব্দটি একটি সম্পূর্ণ পান্ডিত্যের কাগজ বা কোনও বই বা কোনো ও নিবন্ধের মতো পান্ডিত কাজের কোনোও অংশকে বোঝায়।

সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বিভিন্ন বই, জার্নাল, রিপোর্ট ও রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহ, নির্বাচন এবং পাঠ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ নির্বাচিত গবেষণা বিষয়ের পরিধির মধ্যে পড়ে এমন সব বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করাকে সাহিত্য - পর্যালোচনা বলা হয়।

প্রায় সব সময় কোনো গবেষণাপত্রের একটি প্রামান্য অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। সাহিত্য পর্যালোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল অন্যদের ধারনা এবং যুক্তির সারসংক্ষেপ করা।

A literature Rewiew is "a systematic, explicit, and reproducible method for identifing, evaluating, and synthesizing the exising body of completed and recorded work produced by reseachers, scholars, and Practitioners.

সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্য / প্রয়োজনীয়তা :-

⇒ ① গবেষনা সমস্যার সীমা নির্ধারন করা এবং এর প্রক্ষেপ, প্রভাব, ব্যাপকতা ও অন্যান্য কারন তুলে ধরা।

② অনুসন্ধান কাজের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা,

③ অবাঞ্ছিত অনুসন্ধান কাজের দ্বৈততা বা পুনরাবৃত্তি রোধ করা।

④ পরবর্তী গবেষনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

⑤ অর্থ সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করা।

6th SEM, CC-14 Shibaprasad Maity.
Unit- 2

Literature review / আনুষঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

⇒ একটি আনুষঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বে প্রকাশিত কাগজের একটি ওভারভিউ, শব্দটি একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যের কাগজ বা কোনও বই বা কোনো ও নিবন্ধের মতো পাণ্ডিত কাজের কোনোও অংশকে বোঝায়।

সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বিভিন্ন বই, জার্নাল, রিপোর্ট ও রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহ, নির্বাচন এবং পাঠ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ নির্বাচিত গবেষণা বিষয়ের পরিধির মধ্যে পড়ে এমন সব বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করাকে সাহিত্য - পর্যালোচনা বলা হয়।

প্রায় সব সময় কোনো গবেষণাপত্রের একটি প্রামাণ্য অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। সাহিত্য পর্যালোচনার মূল কৌশল হল অন্যদের ধারণা এবং যুক্তির সংমিশ্রণ করা।

A literature Rewiew is "a systematic, explicit, and reproducible method for identifying, evaluating, and synthesizing the exising body of completed and recorded work produced by reseachers, scholars, and Practitioners.

সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্য / প্রয়োজনীয়তা :=

⇒ ① গবেষণা সমস্যার সীমা নির্ধারন করা এবং এর প্রক্ষেপ, প্রভাব, ব্যাপকতা ও অন্যান্য কারন তুলে ধরা।

② অনুসন্ধান কাজের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা,

③ সবধর্মী অনুসন্ধান কাজের দ্বৈততা বা পুনরাবৃত্তি রোধ করা।

④ পরবর্তী গবেষনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

⑤ অর্থ সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করা।

(6) নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য মূল্যায়ন করে।

(7) বর্তমান জ্ঞানের ফাঁক বা শূন্যতা চিহ্নিত করে।

(8) গবেষণা উপকরণ প্রণয়নে ও পরিমার্জনে সাহায্য করে।

(9) উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পথ প্রদান করে।

(10) গবেষণার প্রাসঙ্গিক হতে পারে এ ধরনের তথ্য এবং ধারণা চিহ্নিত করে।

(11) কোনো সমস্যার উপর গবেষণা করার যৌক্তিকতা প্রদান করে।

(12) গবেষণা বিষয়ের উপর কোনো প্রতিবাদী মতামত থাকলে তা চিহ্নিত করে।

(13) উপযুক্ত অনুকল্প ও অনুমান গঠনে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করা।

(14) বিশ্লেষণাধীন গবেষণা নকশার মনোনয়ন করা।

(15) গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণা ও বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রদান করা।

(16) সমসাময়িক কালে বিরাজমান সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত মতামত সম্বন্ধে অবহিত থাকা।

(17) একই ক্ষেত্রে অন্যান্য যারা কাজ করছে তাদের (গবেষকদের) নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে।

— o —

Problem selection / সমস্যা নির্বাচন

=> গবেষনা করার জন্য প্রথমেই গবেষনার একটি সমস্যা চিহ্নিত করতে হয়। যে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গবেষনা করা হয় অর্থাৎ গবেষনার বিষয়বস্তুকে সমস্যা বলে। মানুষের ব্যাক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় জীবনে এমন অনেক জটিলতা দেখা দেয় যা সমাধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, অমিমাংসিত জটিলতাকে সমস্যা বলা যায়।

অন্য ভাবে বলা যায় সমস্যা হল – 'A Question Proposed for solution' অথবা 'A thing difficult to understand'.

গবেষনার সমস্যা বলতে বোঝায় গবেষনার মাধ্যমে যে সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়।

গবেষনার সমস্যা চিহ্নিতকরন বলতে মূলত বোঝায় গবেষনার বিষয় স্থির করা অর্থাৎ কোন বিষয়ের উপর গবেষনা চালানো হবে।

Monly বলেন – 'To define a Problem means to specify it is detail and with Preceivion.'

H. Maxim মতে, 'আসলে সমস্যা আছে বলেই আমরা অনুসন্ধান করি, সন্দেহ হয় বলেই আমরা তা দূর করতে চাই।

সমস্যা নির্বাচন করতে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়, বলা হয়ে থাকে – 'Problem identification is a main Problem'. নতুন গবেষকরা সমস্যা নির্বাচন করতে অনেক সময় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। তারা বড় আকারের ও কঠিন সমস্যা কে অনেক সময় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন হিসাবে নির্বাচন করেন। শিক্ষার্থী গবেষকের গবেষনা সম্পর্কে স্বল্প অভাবই এরজন্য দায়ী।

সমস্যার উপাদান :-

গবেষনায় সমস্যা নির্বাচন কালে ৪ টি উপাদানের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যথা:-

① Situation বা অবস্থান,

② Recognition বা স্বীকৃতি,

③ Matter বা বাস্তবতা,

④ Unsolved difficulties বা অমিমাংসিত জটিলতা,

সমস্যা চিহ্নিতকরনের গুরুত্ব := / চিন্তেয় বিষয় :=

① এর দ্বারা গবেষনার বিষয়বস্তুর চতুঃসীমা সম্বন্ধে ধারনা পাওয়া যায়,

② এর ফলে গবেষনার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয় এবং গবেষনা চালানো সহজ হয়।

③ সমস্যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়

④ গবেষনার মধ্যে সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কহীন তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়,

⑤ সমস্যাটি অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষার যোগ্য কিনা,

⑥ সমস্যা নির্ধারনের ক্ষেত্রে পরিধি বা সীমা বিবেচনা করা,

⑦ সমস্যাটি বর্তমান সময়োপযোগী কিনা,

⑧ সমস্যাটি বাস্তবায়নযোগ্য কিনা,

⑨ গবেষকের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে কিনা,

⑩ গবেষকের নিজস্ব যোগ্যতা এবং দক্ষতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

Research objectives / গবেষণার উদ্দেশ্য :-

⇒ গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি গবেষণা কী অর্জন করার চেষ্টা করছে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে। তারা গবেষকরা প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করতে চান এমন জিনিসের সংক্ষিপ্তসার এবং গবেষণার দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে,

একটি গবেষণামূলক উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্জনযোগ্য হতে হবে, অর্থাৎ এটি ইতোমধ্যে সময়, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং অন্যান্য সংস্থান গুলিকে মাথায় রেখে ফ্রেম তৈরি করতে হবে,

গবেষণামূলক উদ্দেশ্য গঠনের আগে, আপনার গবেষণার ক্ষেত্রের সমস্ত উন্নয়ন সম্পর্কে আপনার পড়া উচিত যেগুলি সমাধান করা দরকার, এক এটি আপনাকে আপনার গবেষণা প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে সহায়তা করবে ।

দুই ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য যথা —

① পরিমানগত গবেষণার উদ্দেশ্য,

② গুনগত গবেষণার উদ্দেশ্য এই দুই ধরনের উদ্দেশ্যের বিবরণে শারিরিক ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

③ পরিমানগত গবেষণায় উদ্দেশ্যের বিবরণ বিভিন্ন ক্ষেত্র, এদের মধ্যে সম্পর্ক, এদের তুলনা এই বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।

④ শিক্ষার্থীদের ক্ষতির নিম্নহারে শিক্ষার্থীর সামাজিক অবস্থানের প্রভাব বর্ননা করা।

⑤ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষতির উপর চাকরি প্রাপ্তির প্রভাব বর্ননা করা।

~~গুরুত্ব~~ = গুরুত্ব =

(i) গবেষণার উদ্দেশ্যের বিবরণ কোনো গবেষণার আনুষ্ঠানিক পথ নির্দেশ করে।

(ii) কোনো গবেষণার মূল ধারণাটিকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

(iii) গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ কোনো গবেষককে গবেষণার যথাযথ তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

(iv) যে কোনো অধ্যয়নে প্রাপ্ত ফলাফল এর বিশ্লেষণ ও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে সহায়তা করে।

Research Question/ গবেষণার প্রশ্নমালা #

⇒ সাধারণ ভাবে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট এবং বিষয় সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্নের সুবিন্যস্ত লিখিত সমাহারই হলো প্রশ্ন। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যদি ব্যবহৃত হয়।

গোলাবড়ার এর মতে, "গবেষণার প্রশ্ন হচ্ছে কতিপয় প্রশ্নের তালিকা যেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য কতিপয় ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়। এটি মানসম্মত ফলাফল নিশ্চিত করে যেগুলো সারণিবদ্ধ করা যায় এবং পরিসংখ্যানিক ভাবে ব্যবহার করা যায়।

গুড এবং হাট এর মতে, "সাধারণভাবে প্রশ্নমালা হচ্ছে ফরম ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার একটি কৌশল যা উত্তরদাতা নিজে পূরণ করেন।

উইলকিনসন এবং ব্যান্ডারকার এর মতে, "প্রশ্ন ফরম (Form) এর উপর সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে মুদ্রিত কতিপয় প্রশ্নের সমন্বয়ে গবেষণার প্রশ্ন গঠিত।

গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions)

গবেষণা প্রকল্প পত্র

Hypothesis / অনুমিত সিদ্ধান্ত

⇒ আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় মৌলিক উপাদান হল পূর্বানুমান (Hypothesis)। বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জ্ঞাত ও পর্যবেক্ষণকৃত পূর্বের জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষক তার গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে যে সাময়িক সিদ্ধান্ত উপনীত হন তাকে পূর্বানুমান বলে। এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ণাঙ্গ সকল গবেষণার গতি বা প্রকৃতি পরিচালিত হয়। এটি সামাজিক গবেষণার অন্যতম হাতিয়ার।

Hypothesis শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ Hypo এবং Tithemi থেকে এসেছে যার অর্থ যথাক্রমে under এবং placed under known place. অর্থাৎ পূর্বানুমান হচ্ছে facts of the problem to explain relationship between them.

কে. ডি. বেইলি (K.D. Bailly) এর মতে "পূর্বানুমান হল একটি অস্থায়ী ব্যাখ্যা, যায় পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হলে ও বর্তমান।"

ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) বলেন "পূর্বানুমান হল বাস্তবিক ফলাফল কল্পনাশ্রয়ী ব্যাখ্যা যা এর যৌক্তিক বিবেচনা প্রণয়নে বা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়, বর্তমানে উপস্থিত প্রমাণের অপর্যাপ্ততার কারণে পূর্বানুমান একটি প্রমাণসাপেক্ষের পরীক্ষাধীন ব্যাখ্যা।"

সেলটিজ (Selltiz) ও অন্যরা এ সম্পর্কে বলেন, "আমরা যখন কোন সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি, তখন তার সম্বন্ধে কিছু অনুমান বা ব্যাখ্যা ছাড়া এক পাও অগ্রসর হতে পারি না, আমাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের মনে উদিত হয়, আমাদের এই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ও বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকে।"

\# ব্ল্যাক এবং চ্যাম্পিয়ন (Black and champion) এর মতে, "পূর্বানুমান হলো কোন বিষয় সম্পর্কে আপাত স্থির কৃত বিবৃতি (statements) যা তাকেযে সমর্থন করতে অথবা খন্ডন করতে চায়।"

বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী :

গবেষণা প্রকল্প বা অনুমিত সিদ্ধান্ত এর বৈশিষ্ট্য—

⇒ ① সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট :- অনুমিত সিদ্ধান্তটি হতে হবে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। অস্পষ্ট বিষয় বা সীমাহীন কোনো কিছু অনুমিত সিদ্ধান্ত হিসাবে নেয়া উচিৎ নয়,

② সমস্যা সাপেক্ষ :- অনুমিত সিদ্ধান্তটি অবশ্যই সমস্যা সাপেক্ষ হওয়া উচিৎ।

③ তথ্য সংগ্রহ যোগ্য := অনুমিত সিদ্ধান্ত এমন ভাবে নেওয়া উচিত যার তথ্য পাওয়া যাবে এবং সে সব তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

④ যাচাই যোগ্য := অনুমিত সিদ্ধান্ত অবশ্যই যাচাই যোগ্য হতে হবে। যেসব সিদ্ধান্ত যাচাই যোগ্য করা যাবে না তা না নেওয়াই উত্তম,

⑤ যুক্তিযুক্ত := অনুমিত সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত হওয়া উচিত, অযৌক্তিক কোন কিছু অনুমিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়,

⑥ তত্ত্ব সমর্থিত := অনুমিত সিদ্ধান্তটি যেন একটি প্রতিষ্ঠিত সূত্র অথবা তত্ত্ব সমর্থিত হয়। এতে যাতে নতুন তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে পারে সেদিকেও বিবেচনা করতে হবে।

⑦ সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত := অনুমিত সিদ্ধান্ত সহজ, সরল সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

(ঙ) বাস্তব ভিত্তিক := অবাস্তব কোন কিছু অনুমিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে, বাস্তব ভিত্তিক নেওয়া উচিত।

(চ) দিক নির্দেশনা := অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে তথ্য সংগ্রহ করার দিক নির্দেশনা বেরিয়ে আসে। এমন ভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ যাতে কোন উৎস হতে কোন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তার দিক নির্দেশনা এতে থাকে।

অনুমিত সিদ্ধান্তের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব :=

⇒ (a) সম্ভাব্য সমাধানের পন্থা := অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে গবেষণার সম্ভাব্য সমাধানের পন্থা পাওয়া যায়, কি ফলাফল আশা করছেন তথা কিভাবে কেমন ফলাফল পাওয়া যাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে তা সহজেই পাওয়া যায়,

(b) গবেষণার সীমা নির্ধারন := অনুমিত সিদ্ধান্ত দ্বারা গবেষণা ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারন করা হয়। অর্থাৎ গবেষণার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তা এখান হতে পাওয়া যায়।

(c) সমস্যার ব্যাখ্যা := অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষণার সমস্যার প্রকৃতির ধরন বৈশিষ্ট্য, সীমা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে। কি সমস্যা, কি ফলাফলের আশায় গবেষণা করা হচ্ছে তা অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে জানা যায়।

(d) সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় := অনুমিত সিদ্ধান্তে গবেষণার সু-স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, কেন, কি জন্য, কি, কিভাবে করা হচ্ছে তা অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে জানা যায়।

(e) নীতি সংযোগে := অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষণার নীতি সংযোগে হিসাবে কাজ করে।

(f) তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা := অনুমিত সিদ্ধান্ত থেকে হতে কোন পদ্ধতি কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার একটি দিক নির্দেশনা থাকে।

(g) যথার্থতা নির্ণয় := অনুমিত সিদ্ধান্ত সমস্যার বা অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা নির্ণয় করে।

অনুমিত সিদ্ধান্তের অসুবিধা

⇒ (a) ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ := অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষণার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এতে অনেক সময় প্রকৃত ফলাফল বের হতে পারে না।

(b) অন্ধ অনুকরণ := গবেষক অন্ধভাবে অনুকরণ করে থাকে। এতে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায় না।

(c) আবেগ প্রভাব := অনুমিত সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করার জন্য গবেষক ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।

(d) তথ্যের উপর প্রভাব := ইহা প্রমাণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় এজন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই হয়ত সংগ্রহ করা যায় না।

(e) সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় := অনেক গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা যায় না, নতুন তত্ত্ব ও সূত্র আবিষ্কারের প্রমাণিত গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা নেই।

অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রকারভেদ

⇒ অনুমিত সিদ্ধান্ত দুই প্রকার, যথা:-

(ক) হাঁ সূচক (Positive HyPothesis)

(খ) না সূচক (Negative or Null HyPothesis)

* **হাঁ- সূচক অনুমিত সিদ্ধান্ত** :- ইহাকে বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক অনুমিত সিদ্ধান্ত বলা হয়। যাতে দুটি চলক থাকে ইহাকে এবং দুটি চলের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকে। যেমন: "শ্রেণী শিক্ষাদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের দক্ষতা, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের চেয়ে ভাল।"

তত্ত্ব বা সূত্র হতে নেয়া ভবিষ্যৎবাণী বা প্রতিবেদন হচ্ছে গবেষণা হাইপোথিসিস। ইহা সাধারণত: একটি দিক বের করতে পারে।

(খ) **নাস্তি কল্পনা / না সূচক** :- যে পরিসংখ্যানিক কল্পনা সত্যতা যাচাই এর জন্য গৃহিত হয় তাকে না সূচক সিদ্ধান্ত বলে। অথবা পর্যানুমান যাচাই এর শুরুতেই সমগ্র সম্পর্কে অনুমান যা কল্পনা করতে হয়, এরূপ কল্পনাকে নাস্তি কল্পনা বলে। না সূচক সিদ্ধান্ত H_0 দ্বারা প্রকাশিত করা হয়।

যেমন- শ্রেণী শিক্ষাদানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ-বিহীন শিক্ষকদের দক্ষতার মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই।